সুরের পরশে

সানরাইজ ফিল্মস
প্রযোজিত
ভেনাস চিত্র

সানরাইজ ফিল্মস প্রযোজিত

ভেনাস চিত্র

সুরের পরশে

পরিচালনা : চিত্ত বসু ॥ কাহিনী ও চিত্রনাট্য : সলিল সেনগুপ্ত ॥ সঙ্গীত পরিচালনা : ৺অনুপম ঘটক ও ডি. সি. বড়াল (সৌজন্যে) ॥ গীত-রচনা : শ্যামল গুপ্ত

কলাকুশলীবৃন্দ—

চিত্রশিল্পী : বিজয় ঘোষ ॥ শব্দযন্ত্রী : জগন্নাথ চ্যাটার্জ্জী ॥ সম্পাদক : সন্তোষ গাঙ্গুলী, ॥ শিল্প নির্দ্দেশক : সুধীর খান ॥ প্রধান সহকারী পরিচালক : বিশু দাশগুপ্ত ॥ রূপসজ্জাকর : বসির আমেদ ॥ ব্যবস্থাপক : তারক পাল ॥ নৃত্য-পরিচালা : বিনয় ঘোষ ॥

সহকারীগণ—

পরিচালনায় : বুলটু পালিত ॥ চিত্রগ্রহণে : দিলীপ মুখার্জ্জী, বৈদ্যনাথ বসাক ॥ শব্দধারণে শৈলেন পাল, ধীরেন কুণ্ডু ॥ সম্পাদনায় : রমেন ঘোষ ॥ রূপ সজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী, রমেন দে ॥ দৃশ্যসজ্জায় : জগবন্ধু সাউ, সুকুমার দে ॥ ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ পাল ॥ আলোক-নিয়ন্ত্রণ : সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শম্ভু ঘোষ, অমূল্য দাস ॥

স্থিরচিত্র গ্রহণ : ষ্টুডিও স্যাংগ্রিলা (এড্না লরেঞ্জ)

ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

মিঃ দত্ত এণ্ড কোং (লৌহ ব্যবসায়ী) ॥ রেডিও টেকনিক ॥ আর. সি. চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং ॥ বিবেকানন্দ বিপনী ॥ শ্রীঅমল সাহা ॥ ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম ॥

পরিবেশক : **সিনে ফিল্মস প্রাইভেট লিঃ**

৬৬, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রূপায়ণে

উত্তমকুমার,
মালা সিন্‌হা,
ছবি বিশ্বাস,
পাহাড়ী সান্যাল,
নীতীশ মুখার্জি,
সত্য ব্যানার্জি,
কালী ব্যানার্জি,
অপর্ণা দেবী,
জীবেন বসু,
অনুপকুমার,
সলিল দত্ত,
পরিতোষ রায়,
ধীরেন রায়,
আভা ব্যানার্জি,
ইলোরা দাশগুপ্তা,
মাঃ বাবুয়া
ও
আরও অনেকে।

কাহিনী

আকস্মিক মৃত্যুর সময়ে তাঁর স্নিগ্ধ নম্র মেয়ে মনীষার হাতেই তুলে দিয়ে গেলেন নট-শ্রেষ্ঠ পরেশ রায় তাঁর সাধের থিয়েটার 'নাট্য-শ্রী'র ভার।

অচিন্তিত হ'লেও বেশ শক্ত হ'য়েই মনীষা এ ভার বহন করছিলো—বিশুকাকা ও অজিতবাবুর সহায়তায়। বিশুকাকা পিতৃবন্ধু, 'নাট্যশ্রী'র হিতৈষী কর্ম্মী আর অজিতবাবু থিয়েটারের অংশীদার ও মনীষার অনুরাগী। কিন্তু মুশকিল হলো নতুন ধারায় নতুন নাটক মঞ্চস্থ হবার পূর্ব্বাহ্নে পুরোনো আমলের অভিনেত্রী বেলা-সুন্দরীর আকস্মিক থিয়েটার ত্যাগে।

নিতান্ত দায়ে পড়ে মনীষাকেই সে ভূমিকা নিতে হলো। দ্বিধাকাতর মন নিয়ে, বিশুকাকার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, মায়ের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও—পিতার কাছে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যে।

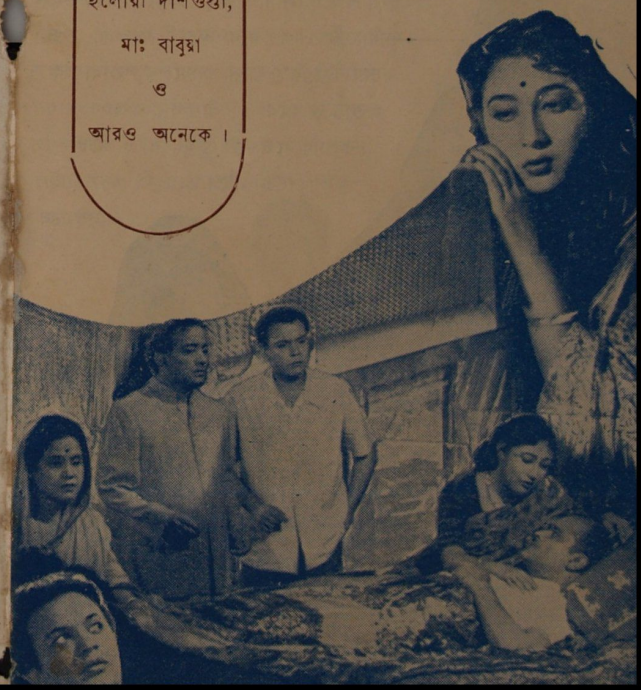

কিন্তু কে জানতো প্রথম আবির্ভাবেই লোকে এমনভাবে তাকে নেবে ? অভিনন্দন আর ফুলের তোড়ায় ভেসে গেলো তার সব দ্বিধা। মা মুখ ফিরিয়ে রইলেন—কিন্তু কি আসে যায় ?—জয়ের আস্বাদ পেয়েছে মনীষা। আরো—আরো জয় চাই তার। 'মন্ত্রশক্তি'র বাণীর ভূমিকায় মনীষা রায়—'আগমনী' নৃত্যনাট্যে মনীষা রায়—নাচে, গানে, অভিনয়ে, রূপে, লাবণ্যে দেশের লোককে দিশাহারা করে তুললো মনীষা রায়।

যশ-প্রতিপত্তি অর্থ উপচে পড়তে লাগলো বটে—কিন্তু তাই কি সবটুকু। রেডিওতে সুগায়ক কল্যাণ সেনের গান শুনে একটা বিরাট রিক্ততা যেন হাহাকার করে মনীষার মনে—'পাওয়ার নেশায় ভুলেছো যে আজ কি পাওয়া রয়েছে বাকী !'—বুঝি মুহূর্ত্তের ভ্রম। মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আবার মনীষার দাম্ভিক মন। সে যশস্বিনী অভিনেত্রী। তার কাছে প্রেম, ভালোবাসা, বিয়ে— এ সব তুচ্ছ, নিরর্থক।

কল্যাণ সেন শুধু সুগায়ক নয়—সুসাহিত্যিক, নাট্যকার। নতুন নাটক খুঁজতে গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো মনীষার। চিনতেই পারলে না কল্যাণ সেন মনীষা রায়কে। জ্বলে উঠলো মনীষা। একটা তুচ্ছ লেখকের তার মতো দেশবন্দিতা অদ্বিতীয়া অভিনেত্রীকে না চেনবার স্পর্দ্ধা দেখে। তাকে আঘাত করার জন্যেই মনীষা দেখতে নিলো তার নাটক 'সুরের পরশ'। কিন্তু বার বার আঘাত ফিরিয়ে দেয় কল্যাণ সেন—ভাষার ও ভঙ্গীর সূক্ষ্ম চাতুর্য্যে, তার নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে। ক্ষেপে ওঠে মনীষা—এ বনের পাখীকে তার জয় করতেই হবে। অংশীদার অজিতের আপত্তি সত্ত্বেও প্রচুর টাকা দিয়ে কিনে নিতে চাইলো সে 'সুরের পরশ'। সে একবার দেখিয়ে দেবে কল্যাণ সেনকে তার অভিনয়-প্রতিভা।

বাধা দিলো কল্যাণ নিজেই। তার তীক্ষ্ণ সন্ধানী মন চিনে নিয়েছে মেয়েটিকে। বাইরে তার যতই গর্ব্ব আর আড়ম্বর ভেতরে সে ততই নিঃস্ব—একা। সে ভালোবেসেছে মনীষাকে—যে ভালোবাসা শুধু জয় করতে চায় না—মঙ্গল কামনা করে। গর্ব্বের মোহে নিজের যে অনিষ্ট আর অসম্মান ডেকে আনতে চাইছে মনীষা তার হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে সে বই ফিরিয়ে নিলো।

কিন্তু ভাগ্য মনীষার জীবনে এনেছে 'সুরের পরশ'—এনেছে তার পরাজয়ের পালা। 'সুরের পরশ' মঞ্চস্থ যে হবেই ! থিয়েটারের হিতৈষী বিশুকাকার মধ্যস্থতায় কল্যাণ সেনের বাবা নাটকখানির সব সত্ত্ব বিনামূল্যেই উপহার দিয়ে বসলেন মনীষাকে।

মহড়া শুরু হ'লো। কিন্তু কিছুতেই দেশ-বন্দিত[illegible] অভিনেত্রী মনীষা রায় প্রাণ আনতে পারছে না ভূমিকাটিতে। গর্ব্বোদ্ধতা রাজকন্যা সঙ্ঘমি[illegible] রূপে সে চায় উদাসীন সুরসাধক বিনায়ককে। থিয়েটারের পুরানো আমলের সত্যবাবুকে বিনায়কের ভূমিকায় নিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে তার ভাবাবেগ। বার বার কল্যাণ আর বিনায়ক এক হয়ে যাচ্ছে তার মনে। নাট্যকার কল্যাণ বলে—এ ভূমিকায় সে অচল—সে ভালোবাসতে জানে না। মনীষা বলে—কেন, অভিনেত্রী ব'লে তার কি হৃদয় নেই ! কল্যাণ বলে—কিন্তু যে সব ছাড়তে পারে সেই যে শুধু ভালোবাসতে পারে।

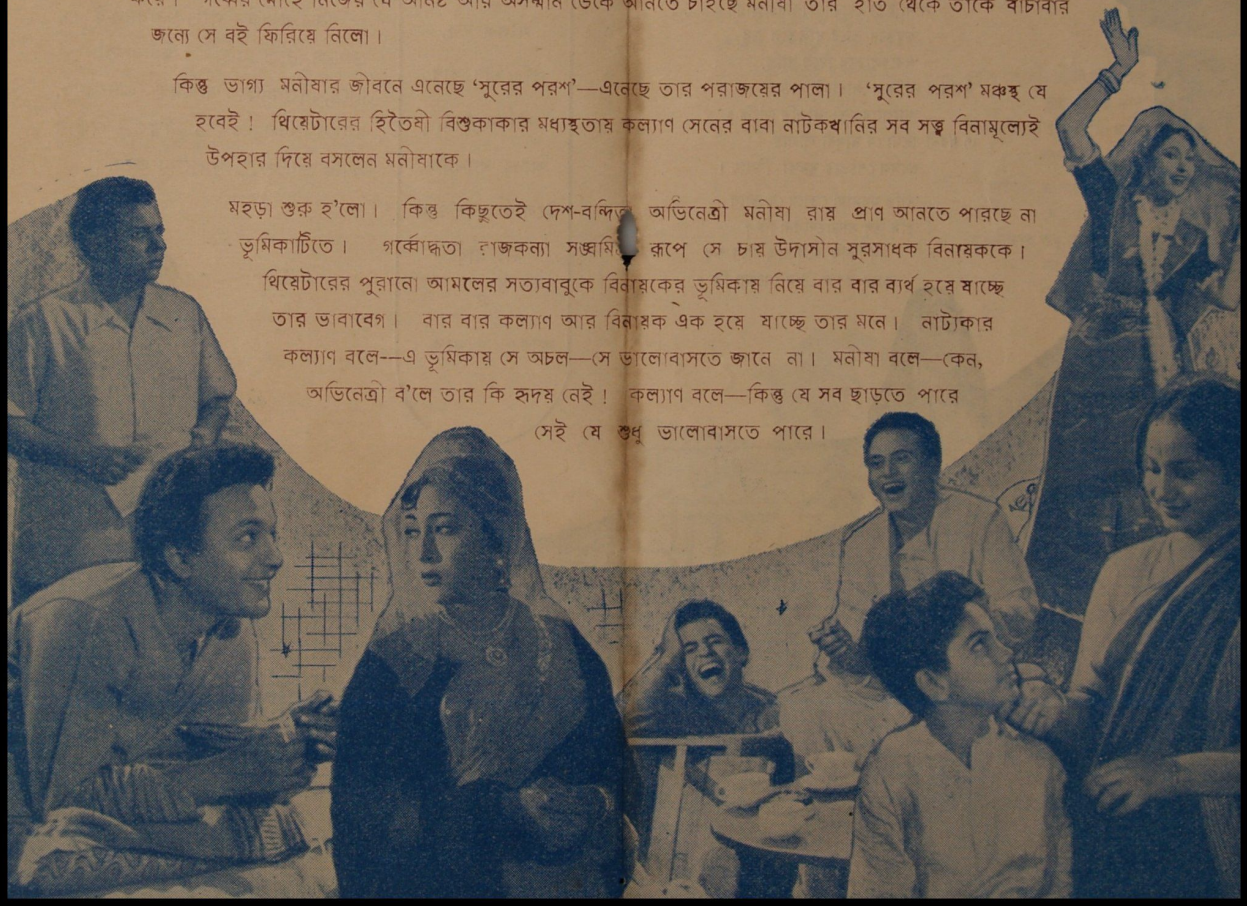

সঙ্গীত

—এক—

॥ মনীষার গান ॥

আমি, নীলপরী সুরে সুরে স্বপন ভাঙাই
বনে বনে মনে মনে দোলা যে লাগাই ॥
গুণ গুণ ভ্রমরের আলাপে
ভালবাসা রেখে যাই গোলাপে
প্রজাপতি যেচে ওই
সাথে ফেরে নেচে ওই
রামধনুকের রঙে আকাশ রাঙাই ॥
মোর গানে ওই বুলবুলি
গানগুলি তার যায় ভুলি।
জেনো মোর ইসারায়
আঙুরের পেয়ালায়
সুধারসে ভরে যায়—
মায়াভরা মোর আঁখি পলকে
মরমে যে হানে তীর অলখে !
হাসি তে যে মেশা ওই
মরণের নেশা ওই
তারি ছোঁয়া দিয়ে আমি
জীবন জাগাই ॥

—দুই—

॥ কল্যাণের গান ॥

জানিনা কী হোলো মন যে জানালো
কেন দাও নিজেরে ফাঁকি,
পাওয়ারই নেশায় ভুলেছো যে আজ
কী পাওয়ার রয়েছে বাকী ॥
যে পরশমণির ছোঁয়া পেলে তোমার
সোনা হ'য়ে যেতো জীবনের ভার
অযতনে তারে ধূলিতলে শুধু
অবহেলাভরে দিলে রাখি,
আঁখিরে ঢাকিয়া আঁধারই গড়েছো
আলোরে তো নাওনি ডাকি ॥
এ ধরনী ওগো যে মাধুরী লীলায়
শ্যামল শোভায় মমতা বিলায়।
তারি মধুমায়া তোরে যে ভাবে
তুমি তবু সাড়া দেবেনা কি ?
মধু-তিথি এসে চলে যাবে শুধু
তারে কাছে টেনে নেবেনা কি ?

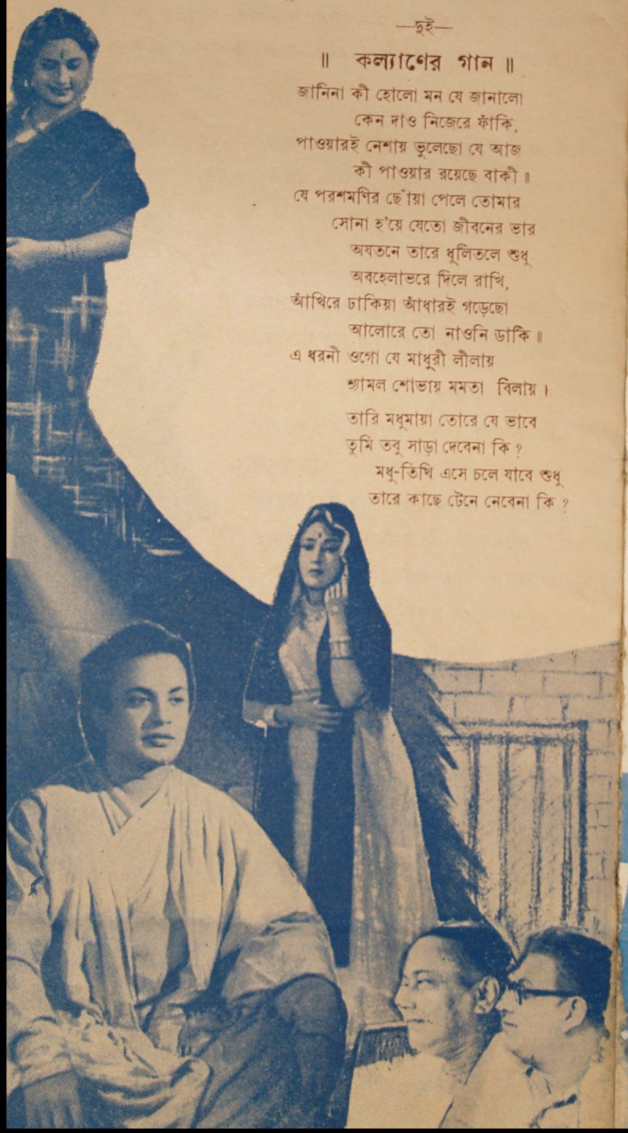

—তিন—

॥ মনীষার গান ॥

আমার যে বীণা সাতটি সুরের
আলাপে ভোলাতো আগে
আজ একটি সুরের বিলাপে সে কেন জাগে !
যত শুনি তত ভুল হ'য়ে যায়
চারিধার ঘেরে উদাসী ব্যথায়
বুঝিনাত' হায় সে বীণার তারে
কী যে আঘাত লাগে !
সে যে মোর আঁখি জলে
স্বরলিপিখানি লিখে দিতে চায়
অগোচরে পলে পলে ॥
মনে হয় আজ শুধু বারে বার
কোথা সুরু আর কোথা সারা তার
বুঝিনা ত' হায় সে বীণার তার
মোর কাছে কী যে মাগে !

—চার—

॥ সুরসাধক বিনায়কের গান ॥

আমার কণ্ঠে তোমারি করুণা
গান হয়ে জেগে রয়
সারা জীবনের সাধনা যে তাই
গেয়ে যায় তব জয় ॥
আমায় বন্দী ক'রে
কে বা কোন অধিকারে
দুরাশায় ভাবে তারে কেড়ে নিতে পারে !
তোমার প্রকাশ, তোমার বিকাশ,
তোমাতেই হবে লয় ॥
চরণে তোমার লুটায়ে যে দেয়
তুচ্ছ সুখের ভার
তোমারি সে দান তুমি দাও ভ'রে
শূন্য হৃদয়ে তার।
তাইতো এ গানে মম
যে বোঝার সেই বোঝে,
যে খোঁজার শুধু সেই তো তোমায় খোঁজে,
সব অভিমান হয়ে অবসান
সে যে হয় তুমিময় ॥

সিনে ফিল্মসের

পরবর্ত্তী নিবেদন

শৈলজানন্দ রচিত ও পরিচালিত

সানরাইজ প্রযোজিত ভেনাস চিত্র

আমি বড়ো হ'বো!

শোভা ★ সরযূ ★ জহর

কালী বন্দ্যো ★ গঙ্গাপদ

দ্বিজু ভাওয়াল

কুমারী হাসি...

সুর : রাজেন সরকার

★ ★ ★

Also Two Hindi
Super releases

WITH ASHOKEKUMAR & NUTAN

IN

LIGHT HOUSE

&

WITH GURU DUTT &
WAHEEDA REHMAN

IN

12 O'CLOCK

WAIT FOR THEM !!

জুবিলী প্রেস, ১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত ও সিনে ফিল্মস
প্রাইভেট লিঃ ৬৬, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত